ড. মঙ্গল কুমার নায়ক, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ

দ্বাদশ শতকের নবজাগরণ

প্রথাগত ভাবে রেনেসাঁস শব্দটি চতুর্দশ শতকে ইতালীতে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে জাগরণ দেখা দিয়েছিল তাঁর সঙ্গে যুক্ত। পরবর্তীকালে তা ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে ভিন্ন মাত্রা নিয়েছিল। কিন্তু এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। নবম শতকে ক্যারোলিঞ্জীয় রেনেসাঁস, দ্বাদশ শতকে অটোমান রেনেসাঁস ও তাঁর সুত্র ধরে ঐ শতাব্দীতে জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। তবে এগুলি ছিল ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের।

দ্বাদশ শতকে ল্যাটিন ইউরোপের রাজনীতিতে নৈরাশ্য এলেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে অলোড়ন দেখা গিয়ে ছিল। ইউরোপীয় সমাজে যুক্তি বাদের চর্চা এই সময়ে শুরু হয়েছিল। প্রায় শতাব্দীকাল ধরে ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড, ইতালী প্রভৃতি দেশে মানব কেন্দ্রীক চর্চা, যুক্তিবাদ, প্রকৃতি জগত সম্পর্কে নানা ধরণের চিন্তার বিকাশ শুরু হয়েছিল। তা প্রতিফলিত হয়েছিল সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, কলা, শিল্প দর্শন শাস্ত্র ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে। ধ্রুপদি ভাবধারার সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগের ফলেই দ্বাদশ শতকের মনীষার বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মুক্ত আবহাওয়া ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চিন্তা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত সমাজ, ছাত্রবৃন্দ ও পরিবেশ এই ধরণের মনীষার বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

নবম শতকে ক্যারোলিঞ্জীয় রেনেসাঁসের প্রেরণা ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের মঠ ও গির্জার উপরে পড়েছিল। এই সময়ে গ্রন্থাগার গুলিতে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির চর্চা, লিখন, অনুবাদ বিশেষ ভাবে সমাজে প্রভাব ফেলেছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে নবম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বর্বরদের আক্রমণ, ধর্মযুদ্ধ নানা ক্ষেত্রে ধ্বংসের তান্ডব চালালেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নতুন চেতনার সূচনা করেছিল। এগুলি দ্বাদশ শতকের জ্ঞান চর্চাকে বিকশিত হতে সাহায্য করেছিল।

দ্বাদশ শতকের বৌদ্ধিক জাগরণ নবম শতকের ক্যারোলিঞ্জীয় রেনেসাঁস ও ষোড়শ শতকে নবজাগরণের মেল বন্ধনের কাজ করেছিল। একাদশ শতকের চিন্তাবিদরা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে অতুলনীয় অবদান রেখেছিল। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্তি চর্চায়, শিক্ষার সম্প্রসারণে তাঁদের ভুমিকা বিশেষ ভাবে সহায়ক হয়ে উঠে।

এই সময়ে পশ্চিম ইউরোপে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় বিশেষ অগ্রগতি হয়েছিল। দক্ষিণ ইতালী সিসিলি প্রভৃতি স্থানে দস্যুদের আক্রমণ ফলে গ্রীক, ল্যাটিন, সারাসেন ও খ্রীস্টান সভ্যতার মধ্যে মিলনের পথ সুগম হয়ে উঠেছিল। আরবদের বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও সংগীতের নানা শাখার সঙ্গে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির লেম বন্ধন নতুন ক্ষেত্রের সুচনা করেছিল।

উল্লেখ করা যেতে পারে ক্লুনি মঠের সংস্কার আন্দোলন বৌদ্ধিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে পরিবেশ গড়ে উঠেছিল এবং একাদশ

শতক থেকে বিধর্মী দের বিরুদ্ধে পূন্যভূমি উদ্ধারের সংগ্রাম ইউরোপের জনগণের মধ্যে নতুন চিন্তার দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। বাইরে ধর্মীয় আলোড়নের পরিবেশ থাকলেও তাঁকে কেন্দ্র করে নানা শাখার মধ্যে সমন্বয় এই চর্চাকে সম্প্রসারিত করেছিল।

একাদশ শতকের সামাজিক আলোড়ন দ্বাদশ শতকে কিছু ক্ষেত্রে পরিণতি লাভ করে। এই সময়ের চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদের চর্চা, যুক্তি নির্ভরতা সামাজিক মনীষার বিকাশে সাহায্য করেছিল। গ্রীক ও আরবদেশীয় পণ্ডিতদের রচনার অনুবাদ এই সময় থেকে গতি পেতে থাকে। মার্টীন লুথারের সংস্কার আন্দোলন এই সময়ের ফসল ছিল। যুক্তি ও বিশ্বাসের এই দ্বন্দ্বের সংঘাতে যুক্তির বিজয় শুরু হয়েছিল।

দ্বাদশ শতকের রেনেসাঁয় চার্চ এবং সমকালীন ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে ছিল। বিশেষ করে চার্চ দ্বাদশ শতকের রেনেসাঁসের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। বানিজ্য, শিল্পকলা, কারিগরি বিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পূর্ণর জাগরণ আন্দোলন মধ্যযুগের ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছিল।

ক্যারলিঞ্জীয় রেনেসাঁস ও দ্বাদশ শতকের রেনেসাঁসের মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপে মঠ ও ক্যাথিডাল স্কুলগুলি যুক্তিবাদের চর্চা শুরু হয়েছিল। সেখানে পণ্ডিতদের শিক্ষা চর্চা ও পরিচালন পদ্ধতি জ্ঞান চর্চাকে বিকশিত করেছিল। সেখানে পড়তে আসা অভিজাত, সামন্ত শ্রেণীর ছেলেরা এই চর্চাকে দেশের অভ্যন্তরে নিয়ে যায়। মঠের স্কুলগুলি পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। দর্শন চর্চা, ধর্মচর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলি ভূমিকা নিয়েছিল। এই সময়ের খ্যাতিমান শিক্ষক অ্যাবেলাড ধর্ম ও দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিলেন। ইউরোপের বৌদ্ধিক জগতের ইতিহাসে তিনি ছিলেন আলোড়ন সৃষ্টিকারী একজন শিক্ষক। চিন্তার মৌলিকতা, বিস্ময়কর ভাষণে খ্রিস্টান জগত আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল। চার্চের ভ্রষ্টাচার, মঠ জীবনের কুসংস্কার, প্রচলিত সমাজ কাঠামোকে সমালোচনা করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। যদিও তাঁর কথা ও তত্ত্বকে কেউ কেউ কপট জ্ঞানের পোষাকে বিশুদ্ধ বাচালতা বলে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষাদান, জ্ঞান চর্চা, বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা, আদর্শ সমকালীন সমাজকে যে ভাবে আলোড়িত করেছিল তা আর কেউ পারেন নি। তাই তাঁকে স্কলাসস্টিসিজমের উদ্গাতা রূপে অভিনন্দিত করা হয়ে থাকে।

এছাড়াও দ্বাদশ শতকের রেনেসাঁস আন্দোলনের অন্য রূপকাররা হলেন বার্নড, সেণ্ট ভিক্টর হিউ, পিটার লম্বাড প্রভৃতি চিন্তাবিদ্গান। এদের চিন্তাধারা দ্বাদশ শতকের জাগরণের ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছিল। এদের অবদানে সমৃদ্ধ হয়ে

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল। প্রখ্যাত অনুবাদকরা কঠোর পরিশ্রম করে আরব ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধন সাহিত্য ও চিন্তা জগতে প্রভাব ফেলে। বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত করেছিল। বিজ্ঞানের আবিষ্কার প্রচলিত সমাজ কাঠামোকে প্রশ্ন করে যুক্তিবাদের চর্চাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মানুষকে মুক্ত করতে দ্বাদশ শতকে যে রেনেসাঁস আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা সহজে যে শেষ হয়ে যায়নি তাঁর প্রমান হল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রবহমান জ্ঞানের চর্চা। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে ইংলন্ডে অক্সফোর্ড এবং কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। প্যারিস ও ইতালীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চাকে বহুদূর বহন করে নিয়ে যায়। ঈশ্বর, পৃথিবী, সৃষ্টিকর্তা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে জ্ঞানের আলোতে বিশ্লেষণ করে এই শতকের আন্দোলন সমাজে ব্যাপক পরিবর্তনে সহায়তা করেছিল।

দ্বাদশ শতকের শিল্প সাহিত্যের বিকাশ প্রধানত চার্চকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছিল। একাদশ শতকে মেরীর প্রতি যে শ্রদ্ধা জাগরিত হয়েছিল তাঁর বহিঃপ্রকাশের পরিচয় পাওয়া যায় ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাঁর কারুকার্যের বিকাশ, দৃষ্টি নন্দন শীলতা, গঠন শৈলী দ্বারা বহু শিল্পীর নতুন নতুন শিল্প রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ধ্রুপদী শিল্পের বিকাশ এই সময় থেকে ইউরোপের চার্চ গুলিতে লক্ষ্য করা যায়। সৌধ নির্মাণ রীতি, ভাস্কর্য, অর্ধ বিত্তাকার খিলান, গম্ভীর্য অনন্ত শৌলী আজও মানুষকে বিস্ময় করে তোলে। সেন্ট পিটার, সেন্ট ভেনিসের মঠকে কেন্দ্র করে নতুন স্থাপত্য রীতির পরীক্ষা নীরিক্ষা এই সময় থেকে শুরু হয়েছিল। প্যারীর নোত্রদাম গির্জার মধ্যেই গথিক স্থাপ্ত্যের প্রথম আত্ম প্রকাশ ঘটেছিল। মানুষের নান্দনিক চেতনার বিকাশ এই সময় থেকই লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং, দ্বাদশ শতকের ইউরোপীয় জগতে বৌদ্ধিক চেতনার যে স্ফুরণ ঘটেছিল সেটা এক অর্থে অভূতপূর্ব ছিল। চিন্তার জগতে, শিল্পের জগতে, যুক্তি বাদের প্রারম্ভিক বিকাশে, আঞ্চলিক সাহিত্যের বিকাশে, ইতিহাস চর্চায়, অনুবাদ সাহিত্যে, আইন বিদ্যায়, ধর্ম চর্চায়, তর্ক চর্চায় এই যুগ নব সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠে ছিল। এই পরিবর্তনের ধারাপথেই আসে ষোড়শ শতকের নবজাগরণ।

প্রশ্নঃ

১. দ্বাদশ শতকের জাগরণ সম্পর্কে আলোচনা কর।

২. দ্বাদশ শতকের রেনেসাঁস কি অর্থে নবজাগরণ ছিল ?

৩. দ্বাদশ শতকের রেনেসাঁসের পিছনে অ্যাবেলার্টের অবদান কি ছিল ?